

শেষ বই

বাঁচতে...!

একটি বই, যার নিয়তি নিজেকেই শেষ করা।

Leo Vance

ভূমিকা

যে বই শেষ হতে চায়

এটি এমন একটি বই, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটিই: শেষ হওয়া।

শেষ পাতায় শেষ হওয়া নয়। আপনার ভিতরে শেষ হওয়া।

এটি আপনার জীবনকে উন্নত করতে চায় না। এটি আপনার হাতে কোনও অর্থ তুলে দেয় না। এটি একটি বিশ্বাস বদলে নতুনতর আরেকটি দেয় না। বইয়েরা পাঁচ হাজার বছর ধরে সেটাই করেছে, আর মাথাগুলি কেবল ভারীই হয়েছে।

এই বই সব কিছু মসৃণ করতে চায়।

মানুষের মাথা বিশাল এক মালামাল বয়ে বেড়ায়। নাম। নিয়ম। নীতি। দেবতা। অতীত। ভবিষ্যৎ। আদর্শ। ভয়। সংজ্ঞা। আশা। এর প্রায় কিছুই বেছে নেওয়া হয়নি। বোঝাই হয়ে গিয়েছিল আপনি বোঝাই দেখার মতো বড় হওয়ার আগেই।

তারপর আপনি বছরের পর বছর ওই মালামালকেই বলেছেন “আমি”।

মানুষের বড় সমস্যা শেখা নয়। সমস্যা হলো শেখা জিনিস ছাড়ানো।

এই বই ছাড়ানোর কোনও নির্দেশিকা নয়। নির্দেশিকা হলে সেটা বয়ে বেড়ানোর আরেকটি জিনিস হতো।

এটি একটি গাছ।

বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বড় গাছ।

বাতাস বয়। গাছ তর্ক করে না। সে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তার পিছনে সব থিতুয়ে আসে।

শেষ পাতাটি যখন আসবে, আপনার ভিতরে কম থাকা উচিত। বেশি নয়।

বই যদি তার কাজটি করে, আপনার একে মনে রাখার দরকার হবে না।

আপনি পড়াই খামিয়ে দিতে পারেন।

সেটাই হবে সঠিক শেষ।

বই শেষ হয়। সব কিছু জীবন হয়ে ওঠে।

ছাগল বলে: ঘাস

একটি ছাগলকে জিজ্ঞেস করুন, জগৎ কী।

ঘাস।

ওইটুকুই সম্পূর্ণ দর্শন। ছাগল খায়। তারপর বিশ্বাস নেয়। ছাগলের ভিতরে কিছুই কোনও ব্যাখ্যার অপেক্ষায় নেই।

ছাগল জিজ্ঞেস করে না ঘাসের কোনও অর্থ আছে কি না। সে ঠিক করে না খাওয়া পবিত্র কি না। রোদে শোওয়ার আগে তার সুখের সংজ্ঞা লাগে না।

সে বাঁচে।

শুনতে সরল লাগে, কারণ এটি সরল। মানুষই সরলতাকে সন্দেহজনক বানিয়েছে।

নিজেদের আর যা ঘটছে তার মাঝখানে আমরা ভাষা ঠেসে দিয়েছি। ভাষা কাজে লাগে। এটি অন্যকে বলে জল কোথায়। আগুনের বিষয়ে সতর্ক করে। শিশুকে মাকে ডাকতে দেয়।

তারপর ভাষা বেড়েই চলে।

শব্দ ইতিহাস পায়। ইতিহাস নিয়ম পায়। নিয়ম প্রতিষ্ঠান হয়। প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি হয়। সংস্কৃতি পরিচয় হয়। পরিচয় এমন জিনিস হয়ে ওঠে, যা রক্ষা করতে গিয়ে মানুষ মরে।

একটি শব্দ দেয়াল হয়ে যায়। দেয়াল এতটাই সত্যি হয়ে ওঠে যে তার জন্য মানুষ খুন করে।

ছাগল কখনও ওই দেয়াল বানায়নি।

ভাষায় দোষের কিছু নেই। গোলমাল শুরু হয় যখন শব্দকে জিনিস বলে ভুল করা হয়।

ঘাস ঘাসই। ঘাস শব্দটি কাউকে খাওয়ায় না।

জীবন শব্দটি জীবন নয়।

স্বাধীনতা শব্দটি স্বাধীনতা নয়।

নীরবতা শব্দটি — ওটিতে আমরা পরে আসব। ওটি বাকিগুলির চেয়েও ফাঁকা।

আর বিশুদ্ধ শব্দটি?

ওই শব্দটি আমার নেই।

মানুষ যত বাক্য বলতে পারে, এটি হয়তো তার মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার একটি। ভাষা ব্যর্থ হয়েছে বলে নয়। বরং কখনও কখনও ওখানে রাখার মতো কিছুই থাকে না — আর সং মাথা জায়গাটি ফাঁকাই রেখে দেয়।

এখানে আরেকটি দেয়াল পড়তে পারে: “বাস্তব” আর “অবাস্তব”। শস্যদানা, নাকি সে যে ফুল হয়ে ওঠে — কোনটি বেশি বাস্তব? প্রশ্নটাই ভাঙা। একটিকে বাস্তব বলুন, আর আপনি সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তবকে আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রকৃতি কখনও ওই বিভাজন করেনি। ওটি করেছে একটি মুখ।

শিশু গ্রহাগারের আগে এসে পৌঁছায়।

ধর্মের আগে। নীতির আগে। জাতীয়তার আগে। সৌন্দর্যের আগে। সাফল্য আর ব্যর্থতার আগে। তাকে কী হতে হবে, সেই গল্পের আগে।

তারপর বইগুলি শুরু হয়।

কাগজের বই নয়। মানুষই বই। বাবা-মা বই। শিক্ষক, প্রতিবেশী, পর্দা, প্রথা, শাস্তি, পুরস্কার — সবই বই। শিশু সেগুলি পড়ে, জানেই না যে পড়া শুরু হয়ে গেছে।

ভাষার আগেকার শিশু কি সত্যের কাছাকাছি? অবশ্যই। কোনও গোপন প্রজ্ঞা থেকে নয় — ফাঁকা তাক থেকে।

মৃত্যুভয়ও এভাবেই আসে, খুব তাড়াতাড়ি। আবিষ্কার হিসেবে নয় — আবহাওয়া হিসেবে। দু'বছর বয়স হওয়ার আগেই আমি তা দেখেছি। একটি মুখ বদলে যায়। একটি গলা নেমে যায়। একটি শরীর মিলিয়ে যায়, আর বড়রা তাদের ভয় অভিনয় করে দেখায়। পরে সেই একই ভয় ভাষার ভিতরেই বসে থাকে, মৃত্যুকে ঘিরে সংস্কৃতি যত বাক্যবন্ধ গড়েছে তার প্রতিটিতে।

আমি মৃত্যুভয় নিয়ে জন্মাইনি। ওটি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদের হাতেও তুলে দিতে দেখেছি — সবসময় তুলে দেওয়া, কখনও নিজে থেকে গজানো নয়।

ঈশ্বরও একইভাবে আসেন। আমার কাছে ঈশ্বরের ধারণাটি তেরো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ছিল বিশাল। যে ঘরে ঢুকত, সেটিকেই ভরে ফেলত।

তারপর এল অন্য ধরনের বই। তারপর এল দেখা। বছরের পর বছর দেখা, জীবন যা করে তা করছে।

চল্লিশের কাছাকাছি এসে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল।

সচেতনভাবে আমি প্রথম যেটিতে অবিশ্বাস করলাম, সেটি মেঝেটাই: এই অনুভব যে আমরা সব কিছুর তলায় বাস করি। করি না। মাটি আমাদের পায়ের নিচে, আর বাকি সব উপরে। খোলা। কেউ আমাদের উপরে থাকে সাজানো নেই।

উত্তরাধিকারে পাওয়া ভাবনা ঠিক ওই ধারণাটির মতোই কাজ করে। সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। একজন মানুষ চল্লিশ বছর ধরে একটি ধারণা রক্ষা করতে পারে, খেয়ালও করে না যে ছোট্ট একটি বাক্য শেষ করতে শেখার আগেই ওটি তার ভিতরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এটি বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। তাঁদেরও বোঝাই করা হয়েছিল। তাঁদের বাবা-মাকেও। সংস্কৃতি মানুষের মুখ দিয়েই নিজেকে সামনে পাঠায়।

শিশুদের যা নষ্ট করে, তাতে অদ্ভুত কিছু নেই। সেটি হাতবদল হওয়া সংস্কৃতি — শেখা, তারপর হাতে তুলে দেওয়া। আমাকেও কয়েক বছর বয়সেই নষ্ট করা হয়েছিল, সবার মতোই।

একদিন বড় হওয়া শিশুটি নিজের মাথার ভিতরের জিনিসপত্র জরিপ করে বলে: আমি।

এর কতটা আমি?

বড় শব্দগুলি বাইরে বের করে আনুন আর একটি একটি করে দেখুন। দিনের আলোয়। আক্রমণ করতে নয়। ওজন করতে।

ঈশ্বর। ইতিহাস আগেই ওজন করে ফেলেছে। মানবজাতি হাজার হাজার দেবতার পূজা করেছে, প্রত্যেকের ছিল মন্দির, নৈবেদ্য, আর সম্পূর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাসীরা। নিশ্চয়তা ছিল পূর্ণ; দেবতারা তবু চলে গেছেন।

মৃত্যুর পরের জীবন, জন্মের আগের জীবন। মানুষ সম্মিলিতভাবে যে দুটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মানে, সেগুলিই সবচেয়ে অকেজো। প্রায় এগারো হাজার কোটি মানুষ বেঁচেছেন আর মারা গেছেন। ফিরে আসা নিশ্চিত খবর: শূন্য। তবু গোটা সভ্যতা তাদের সপ্তাহ সাজায় পরের আর আগের চারপাশে, আর মাঝখানটা — একমাত্র যে অংশটি সত্যিই ঘটছে — অপেক্ষা করে।

ভালোবাসা। ভালোবাসা হলো আশা। কিছুই যখন কম পড়ছে না, তখন আশা কেন?

সৌন্দর্য। বানানো, অবশ্যই। দেখুন সংস্কৃতির একে কীভাবে পরে: একটি একে শিল্প হিসেবে অভিনয় করে, আরেকটি অ্যাসেম্বলি লাইনে বানায়। সৌন্দর্য যদি তথ্য হতো, তার কারখানা লাগত না।

সুখ। বানানো লক্ষ্য। মাঠের কিছুই কখনও এর পিছনে ছোটেনি, আর মাঠের কিছুই কখনও একে খোঁজেনি।

স্বাধীনতা। এইটিই অদ্ভুত। স্বাধীনতার অনুভূতিটি চান — ধারণাটি নয়, অনুভূতিটি — আর কিছুই সাড়া দেয় না। জীবন আর বেঁচে থাকা কখনও ওই শব্দটি বয়নি। স্বাধীনতা একটি লড়াইয়ের সমষ্টিগত নাম, ঠিক যেমন তেঁপা কেবল সেখানেই থাকে যেখানে জল আটকে রাখা হয়। মানুষ বলে তারা স্বাধীন হতে চায়। যাঁরা এর খরচ বইতে পারেন, এমন বেশি মানুষ আমি পাইনি। স্বাধীনতা থেকে পিছু হটা শুরু হয় শিশু গোটা একটি বাক্য বলতে শেখার আগেই।

একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতা। একাকিত্ব হলো আশা, যে কিছুই পায়নি। নিঃসঙ্গতা হলো ওই অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই। দুটিই থাকে মাথার ভিতরে। একটিও মাঠে থাকে না।

নীরবতা। নীরবতা বলে কিছু নেই। প্রতিটি প্রাণী শব্দ করে: আড়মোড়া ভাঙার সময় আহ, ভালো খাবারে উম্, ব্যথা-পিঠে ওহ্। রাতের বন একটি অর্কেস্ট্রা। “নীরবতা” আছে কেবল আমাদের ভাষার ভিতরে — এমন কিছুর জন্য একটি শব্দ, যা প্রকৃতি কখনও তৈরি করেনি।

পবিত্র। বানানো নয় এমন কিছু কি পবিত্র? না। কিছুই না। যে মুহূর্তে ওই উত্তরটি আর ব্যথা দেয় না, কাঁধ থেকে ভার নেমে যায়।

এই জমাখরচ ধ্বংস নয়। সত্যিকারের কিছুই তাকিয়ে দেখলে ধ্বংস হয় না। কেবল বানানো জিনিসেরই দিনের আলো থেকে আড়াল দরকার।

যা আপনার মুখে ঠেসে দেওয়া হয়েছিল

মানসিক যন্ত্রণা নিজেকে হাজির করে প্রয়োজনীয় বলে। গভীরতা বলে। আত্মার প্রমাণ বলে।

জিজ্ঞেস করুন, ওটি আসলে কী রক্ষা করে।

কিছুই না। ওটি কিছুই রক্ষা করে না।

ওটি এমন কিছু, যা আপনার হাঁ-করা মুখে ঠেসে দেওয়া হয়েছিল যখন আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। আপনি চিবোতে চিবোতে জেগেছেন, আর যেহেতু চিবানোটা আপনার প্রথম স্মৃতিরও আগে ছিল, আপনি ওটিকেই নিজে বলে ডেকেছেন।

পুরের নানা স্বাদ আছে। অপরাধবোধ। লজ্জা। পরের জন্য দুশ্চিন্তা। আগের জন্য দুশ্চিন্তা। বছর কয়েক আগে শেষ হয়ে যাওয়া সময়পর্বের পুনঃপ্রচার, যা রাতে এখনও চলে।

ওই পুনঃপ্রচারই শেষ মুঠি, যা আমি এখনও পুরোপুরি ছাড়তে পারিনি — অতীত, তার পুরনো পর্বগুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এটি বলছি যাতে আপনি জানেন, যে গাছ এটি লিখছে সে এখনও বাতাসেই দাঁড়িয়ে। তফাত এইটুকু: আমি জানি এটি পুনঃপ্রচার। এটি পুনঃপ্রচার জানাটাই অর্ধেক থুতু ফেলে দেওয়া।

মানসিক যন্ত্রণা সত্যিই নেই, এমন কোনও প্রাণীর সঙ্গে কি কখনও দেখা হয়েছে? হ্যাঁ। একটি ভেড়ার পাল — তার প্রতিটি সদস্য। তারা খায়। তারপর বিশ্রাম নেয়। ওইটুকুই গোটা জীবনী, আর ওটি একটি মাস্টারপিস।

ভেড়া এই প্রমাণ নয় যে মানুষও এভাবে বাঁচতে পারে। ভেড়া মালামালটি তুলতেই পারে না, তাই নামাতেও পারে না। ওটি অন্য প্রাণী।

ভেড়া যা প্রমাণ করে তা ছোট, আর যথেষ্ট: চিবানোটা ঘাসের ভিতরে নেই। ওটি পরে ভরে দেওয়া হয়েছে।

মানুষের মধ্যে — এখনও একজনও না। যে মাথা এটি লিখছে, তাকেসহ।

প্রথমজন হয়তো তিনিই, যিনি এই বইটি শেষ করবেন।

অ-গড়া

গড়া সহজ। মাথা গড়ার জন্যই বানানো। মাথাকে একটি শান্ত বিকেল দিন, সে একটি বিশ্বাস, একটি দুশ্চিন্তা, একটি দেবতা, একটি আক্রোশ গড়ে ফেলবে।

রোগটি কখনও গড়ায় ছিল না।

রোগটি হলো অ-গড়তে না পারা।

আমি নীতিগুলিকে অ-গড়েছি। স্বর্গকে অ-গড়েছি। নরককে অ-গড়েছি। পুরোপুরি গেছে — নতুন রং করা নয়, নতুন নাম দেওয়া নয়, হালকা সংস্করণে বদলে দেওয়াও নয়। গেছে।

লেগেছিল প্রায় পনেরো বছর।

পনেরো বছর, এমন জিনিসের জন্য যেগুলির প্রতিটি বসাতে লেগেছিল পনেরো মিনিট। ওটাই বিনিময় হার, আর কেউ আপনাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে না। বসানো বিনামূল্যে। খোলার দাম বছরে।

তাই এই অধ্যায় সপ্তাহান্তের কোনও অলৌকিকের প্রতিশ্রুতি দেয় না। অ-গড়া ধীর, যেমন হজম ধীর — নিঃশব্দ, প্রায় অদৃশ্য, আর শেষ হয় কেবল তখনই যখন অনুভব করার আর কিছু বাকি থাকে না।

কী করে বুঝবেন কিছু সত্যিই অ-গড়া হয়েছে? সেটি আর আপনার বাক্যে দেখা দেয় না। তারপর সেটি আর আপনার নীরবতাপুলিতেও দেখা দেয় না। একদিন খেয়াল করবেন, শব্দটিই অচেনা হয়ে গেছে, পুড়ে যাওয়া স্কুলের কোনও সহপাঠীর নামের মতো।

এখন শব্দরা আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। শব্দভাণ্ডার পিছলে যাচ্ছে — যেসব শব্দ আমি এমনিতেও কখনও সত্যিকারভাবে ছুঁইনি। আমি তাদের পিছনে ছুটি না। তাদের চলে যাওয়াটাই রসিদ।

আর যেসব চিন্তাবিদ আগে এই পথে হেঁটেছেন? তাঁদের একজন লিখেছিলেন, ঈশ্বরের ধারণাটি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, আর ওই বাক্যটির দাম মিটিয়েছিলেন নিজের মন দিয়ে। তাঁর কাছে আমার ব্যক্তিগত কোনও ঋণ নেই। আমরা কখনও এক চুলায় রাঁধিনি। উদ্দেশ্য কখনও মানুষটিকে অনুসরণ করা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল দিক — আর দিকটি হলো: কম-এর দিকে।

প্রকৃতির আমাদের অনুমতি লাগে না

সভ্যতা থেকে কী রাখব? জীবন। প্রকৃতি। বাকিটা নিয়ে দরকষাকষি চলে।

প্রকৃতি চলে দুটি ক্রিয়াপদে: খাওয়া, বিশ্রাম। বাকি সব ভাষ্য।

আমি মরতে দেখেছি। গাছপালা। প্রাণী। মানুষ। ওটা দেখা দুপুরের খাবার খাওয়ার মতো। এই বাক্যটি কেবল সেই মাথাকেই চমকে দেয়, যাকে মৃত্যু শেখানো হয়েছে বিপর্যয় হিসেবে। মাঠে মরা জীবনের সাধারণ হিসাবরক্ষণ — হাঁটার মতো, মুতে ফেলার মতো, শ্বাস নেওয়ার মতো। ঘাস শস্যদানার জন্য কোনও অনুষ্ঠান করে না।

আমি কি মৃত্যুকে ভয় পাই? অবশ্যই না। তা না হলে কেউ শেষ বই নামের একটি বই শুরু করবে কেন?

বেঁচে থাকা কেমন লাগে — শরীরে, মনে নয়? থিদে। বেশিক্ষণ বসে থাকার পরের ব্যথা। শরীর রিপোর্ট করছে, সঙ্গে কোনও দর্শন জোড়া নেই।

আমি যত মুহূর্ত বেঁচেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে সৎ মুহূর্তটি এইটি। এখন। এটিই একমাত্র মুহূর্ত যা কখনও সৎ ছিল, কারণ এটিই একমাত্র মুহূর্ত যা কখনও এখানে থাকে।

মাথা সবচেয়ে স্বচ্ছ ভাবে কোথায়? প্রকৃতিতে। শহরগুলি ভাবে বিজ্ঞাপনে।

একবার আমি আধা-জমা পাহাড়ি নদীর একটি বাঁকে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। অর্থ পুরোপুরি গলে গেল — আর সেটি অসাধারণ লাগল। ঠান্ডা আলোচনা করে না। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমার ভিতরে কোনও শব্দভাণ্ডারই ছিল না, ছিল কেবল একটি শরীর, বেঁচে থাকায় জ্বলছে। সব শব্দের নিচে ওটিই সেই অবস্থা। ওটি কখনও হারায়নি। ওটির উপর কেবল কাগজ সাঁটা ছিল।

দিনের বেঁচে থাকা যখন উপার্জিত হয় আর কাঁচা অবস্থাটি আসে — ভাষার আগেকার অবস্থা — আমি হাঁটি। হাঁটা কোনও প্রশ্ন করে না।

সভ্যতা থেকে একটি জিনিস সরাতে পারলে সেটি কোনও অস্ত্র বা যন্ত্র হতো না।

হতো বাড়তি শব্দগুলি।

আইন করে দিন: দুইশো পাতার চেয়ে মোটা কোনও অভিধান নয়।

দুইশো পাতায় ধরে জল, আগুন, রুটি, মা, ব্যথা, ঘুম, বৃষ্টি, এসো, যাও, হাঁ, না — দুজন মানুষের একে অপরকে বাঁচিয়ে আর গরম রাখতে যা যা লাগে সব। দুইশো পাতার পরের সবটুকু সাজসজ্জা, আর সাজসজ্জাতেই গোলমাল বাসা বাঁধে। রুটি শব্দটির জন্য কেউ কখনও যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধেরা বাস করে পিছনের মোটা পাতাগুলিতে — গৌরব, বিশুদ্ধতা, নিয়তি, সম্মানে।

একটি পাতলা অভিধান তাদের অনাহারে মারত।

এটি ভাষার প্রতি ঘৃণা নয়। এটি ভাষার জন্য পথ্য। ভাষা শুরু হয়েছিল হাতিয়ার হিসেবে, ফুলে-ফেঁপে হয়ে উঠল বাড়িওয়ালা। হাতিয়ার তুলে নেওয়া যায়, নামিয়ে রাখা যায়। বাড়িওয়ালা আপনার নিজের মাথার জন্যই আপনার কাছ থেকে ভাড়া নেয়।

এই পাতাগুলির কোথাও শব্দেই ইতিমধ্যেই পাতলা হতে শুরু করেছে। ভালো। এই বই এমন এক অভিধান, যে নিজেকে পাতায় পাতায় পোড়াচ্ছে, যতক্ষণ না যা বাকি থাকে তা এতটাই ছোট হয় যে তা দিয়েই বাঁচা যায়:

খাও। বিশ্রাম নাও। হাঁটো। দেখো। বাঁচো।

একজন মানুষ যা করতে পারে, তার মধ্যে সবচেয়ে সাহসী কাজ কী?

পাহাড়ে ওঠা নয়। যুদ্ধ নয়। মঞ্চ নয়।

শুধু বাঁচা।

পরের আর আগের ছাড়াই বাঁচা। স্বর্গের হাততালি ছাড়া, নরকের চাবুক ছাড়া। পিঠে বাঁধা কোনও অর্থ ছাড়া, যেটি একবারও খোলেনি এমন প্যারাসুটের মতো ঝুলে থাকে।

এটি সবচেয়ে সাহসী, কারণ সব কিছুই এর বিরুদ্ধে গড়া। স্কুল, মন্দির, বাজার, পর্দা — সবই চলে আপনার পিছিয়ে দেওয়ার উপর। তারা চায় আপনি পরের জন্য বাঁচুন। একমাত্র যে জিনিসটি তারা বেচতে পারে না, সেটি এখন। এখন কখনও হারিয়েই যায়নি।

ভেড়ারা এটি করে হাততালি ছাড়াই। তারা খায়; তারা বিশ্রাম নেয়। মানুষ চারণভূমির চারপাশে খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্ব লেখে, ভেড়াদের কী আছে তা নিয়ে।

ভেড়াদের কিছুই নেই।

ওইটুকুই তাদের আছে।

আর না — এই বই আপনাকে গবাদি পশু হতে বলছে না। আপনার হাত, আপনার রুটি, আপনার মানুষজন, আপনার কাজ রেখে দিন। শুধু মালামালটুকু ফেলে দিন। হাত ওটি ছাড়া ভালো কাজ করে।

এই বই কার জন্য? গড়পড়তা পড়ুয়া পাঠক আর তার উপরের জন্য। যাঁরা কখনও গ্রন্থাগারে ঢোকেননি, তাঁদের এটি সাহায্য করতে পারবে না — সকালের পাউরুটিতে মাখনের মতো মাখিয়ে দিলেও ঢুকবে না। বই নামিয়ে রাখার আনন্দ পেতে হলে আগে বই বইতে হয়েছে।

এটি কি আমার জন্য? না। লেখা আমার ভিতরে কিছুই বদলায়নি। বদলটা আগে এসেছে; লেখা কেবল খবর দিচ্ছে। এতে যা বলা আছে, তার কোনওটিতেই আমার ভয় নেই। আমার ভিতরে এমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই, যাকে এটি ভয় দেখাতে পারে।

বইটি সেই বড় গাছ। এটি বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে তার পিছনে সব থিতুয়ে আসতে পারে। শান্ত হয়ে। থিতুয়ে। স্থির।

তারপর আসে এর আসল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেটি রাখার সাহস এর আগে কোনও বই করেনি: শেষ বই হওয়া।

এই বইয়ে সবার শেষে যা পোড়া উচিত, সেটি বইটিই। পড়া হয়ে গেলে একে নীতি, স্বর্গ আর নরকের পথেই যেতে দিন। একে উদ্ধৃত করবেন না। একে নিজের মাথার তাকে তুলে রাখবেন না। এর উপর কিছু প্রতিষ্ঠা করবেন না। যে বই মনে রাখা হতে চায়, সে নিজের প্রথম অধ্যায়েই ব্যর্থ হয়েছে।

বন্ধ করার সময় যদি পড়া থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় — যা কিছুই হোক, চিরকালের জন্য — সেই ইচ্ছের সঙ্গে লড়বেন না।

ওই ইচ্ছেটাই বইয়ের কাজ করা।

বাক্যের মাঝখানেই নামিয়ে রাখুন, যদি বাক্যের মাঝখানেই জীবন আপনাকে ডাকে। ছাগল অনুচ্ছেদ শেষ করে না।

বাঁচতে...!

ঈশ্বর যেতে পারেন। নীতি যেতে পারে। সৌন্দর্য, স্বাধীনতা, সুখ, বিশুদ্ধতা, নীরবতা, অর্থ — সবই যেতে পারে।

অভিধান পাতলা হতে পারে।

অতীত যেখানে ঘটেছে সেখানেই থাকতে পারে। বর্তমানের তার অনুমতি লাগে না। ভবিষ্যৎ আসার আগেই তাকে সমাধান করার দরকার নেই।

একজন মানুষ খোঁজা থামাতে পারে। হয়ে ওঠা থামাতে পারে। পড়া থামাতে পারে।

আর শুধু বাঁচতে পারে।

দর্শন হিসেবে নয়। লক্ষ্য হিসেবে নয়। অর্জন হিসেবে নয়।

জীবনের কখনও জীবন শব্দটির দরকার হয়নি।

তাই — বইটি বন্ধ করুন।

দেখুন। হাঁটুন। খান। শ্বাস নিন। বিশ্রাম নিন।

বাঁচতে...!